15-03-2022 প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এমনই একজন পিতাকে পেয়েছ যিনি পিতা, টিচার এবং সদ্গুরু, সেইজন্যই ঘুরে না বেরিয়ে প্রকৃত উপার্জন করতে লেগে পড়ো"

*প্রশ্নঃ - নতুন দুনিয়াতে রাজত্ব করার জন্য কে যোগ্য হয়ে ওঠে ?

*উত্তরঃ - সর্বশক্তিমান পিতার কাছ থেকে এখন যে সর্বশক্তি প্রাপ্ত করে থাকে। বাচ্চারা তোমরা হলে রুহানী উত্তরাধিকারী। তোমরা বাবার শ্রীমতে চলে নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছ। বাবা তোমাদের শ্রীমত দেন যে যোগবল দ্বারা তোমরা বিজয় প্রাপ্ত কর।

*প্রশ্নঃ - কোন্ বাচ্চাদের প্রতি পদক্ষেপে উপার্জন সঞ্চয় হয়ে থাকে ?

*উত্তরঃ - যারা প্রতিটি কর্ম শ্রীমৎ অনুসারে করে থাকে তাদের প্রতি পদক্ষেপে শুধুই উপার্জন সঞ্চয় হয়ে থাকে। স্মরণে থাকলেও উপার্জন, সার্ভিস করলেও উপার্জন, যজ্ঞ সেবা করলেও উপার্জন সঞ্চয় হয়ে থাকে।

*গীতঃ- ওম্ নমঃ শিবায়....

ওম্ শান্তি । তোমরা বাচ্চারা এখন জেনেছ যে একজন হচ্ছে লৌকিক পিতা, দ্বিতীয় জন পারলৌকিক পিতা। যখন কোনো দুঃখ আসে তখন পারলৌকিক পিতা-মাতাকে স্মরণ করা হয়। কেউ শুধুমাত্র পরমাত্মাকে স্মরণ করে, কেউ বলে তুমিই মাতা-পিতা....কেউ মাতাকে স্মরণ করুক বা না করুক, কিন্তু যখন গডফাদার বলে থাকে মাতা অবশ্যই আছে। মাতা ছাড়া বাচ্চারা তো জন্ম নিতে পারবে না। সুতরাং পারলৌকিক মাতা-পিতা আছেন,যাঁদের স্মরণ করা হয়। নিশ্চয়ই তাঁরা কিছু সুখ দিয়ে গেছেন। স্মরণে আসে যে ভারত সুখধাম ছিল, স্বর্গ ছিল। লৌকিক মা-বাবার কাছ থেকে দুঃখ পেয়ে তবেই তো পারলৌকিক পিতাকে স্মরণ করে কেননা তাঁর কাছ থেকে অতীব সুখ পাওয়া যায়। নরকে আছে তবেই তো স্মরণ করে যে আবারও স্বর্গে গিয়ে অতীব সুখ পাব। গুরুরা তো বলে থাকে....জপ-তপ-ভক্তি ইত্যাদি কর। বাবা কখনও এমন মত দেন না। লৌকিক বাবা তো বলে পড়াশোনা করার জন্য টিচারের কাছে যাও,তারপর বাণপ্রস্থ অবস্থায় বলবে গুরুর কাছে যাও। এই বাবা তোমাদের এমন কথা বলেন না। দেখ,লৌকিক আর পারলৌকিকের মধ্যে কত পার্থক্য। ওরা কত দৌঁড় করায়, এই বাবা বলেন আমি তোমাদের বাবা, টিচার এবং সদ্গুরু সুতরাং তোমাদের কেন বিভ্রান্ত করব ? এই তিনজনই স্বয়ং বাবা, সেইজন্যই ওঁনাকে সবাই স্মরণ করে। মানুষ ভক্তি মার্গে কত ধাক্কা খায়। জ্ঞান মার্গে ধাক্কা খাওয়ার প্রশ্নই নেই। এই ভক্তি আর জ্ঞান, দুঃখ আর সুখের খেলা তৈরি হয়েই আছে,যা বাচ্চাদের বুঝিয়ে থাকেন। হদের (সীমিত) টিচার হদের পড়াশোনা করিয়ে থাকে। আমি অসীমের টিচার তোমাদের বেহদের (সীমাহীন) পড়াশোনা করিয়ে থাকি। তোমরা জানো এটা হচ্ছে মৃত্যুলোক। ওরা যে পড়াশোনা করিয়ে থাকে, সেটা পুরানো দুনিয়ার জন্য, আর আমরা পড়াশোনা করছি নতুন দুনিয়ার জন্য। দিন-দিন এই দুনিয়া পুরানো হয়ে যাচ্ছে, এখান থেকে কখনও সুখ পাওয়া যায় না। সুখ আর দুঃখের এই খেলা কিভাবে তৈরি হয়েছে বাবাই এসে বোঝান। বাবা আত্মাদের সাথে কথা বলেন, তিনি বলেন যে বাচ্চারা তোমরা কত সুখে ছিলে তারপর যখন থেকে রাবণের প্রবেশ ঘটে তখন থেকেই ধীরে-ধীরে দুঃখ শুরু হয়। তারপর কল্পের সঙ্গমে এসে তোমাদের আবারও সুখধামে নিয়ে যাই। এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে, তোমরা বুঝেছ যে এইসব বিষয় যথার্থ, যা বাবা ছাড়া কেউ বলতে পারেন না। বাবাই এসে তোমাদের সুখ প্রদান করে থাকেন। তোমরা জানো আত্মা অবিনাশী। এই শরীরকে তো বদলাতে হয়। পরমাত্মা হলেন পরম আত্মা, ওঁনার নাম শিব, সমস্ত মানুষ মাত্রেরই রচয়িতা তিনি। এখানে যা কিছু সব হল হদের (সীমিত) ক্রিয়েটার। বাবা হলেন অসীমের ক্রিয়েটার।

সত্যযুগ থেকে কলিযুগ পর্যন্ত তোমরা সীমিত জগতের পিতাকে পেয়েছ। সত্যযুগ হল তোমাদের প্রালব্ধের যুগ। ওখানে তোমরা একজন পিতা আর এক সন্তান পেয়ে থাকো। কলিযুগে এক পিতার ৮-১০ জন সন্তান হয়ে থাকে। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে দেখ কত অসংখ্য সন্তান, কিন্তু তারা সবাই মুখ বংশাবলী। যারা বি.কে হয়, এরাই সত্যযুগে দেবতা হবে। লৌকিক পিতা, টিচার, গুরু সবাই জাগতিক জগতের কথা শুনিয়ে থাকে, কিন্তু পারলৌকিক পিতা অসীমের কথা শুনিয়ে থাকেন। বাবা বাচ্চাদের নতুন বিষয় তুলে ধরেন। ঘরে থেকেই তোমরা এই শিক্ষা প্রাপ্ত করে থাকো। এটা হল ভগবানের পাঠশালা, শ্রীমদ্ভগবত গীতা পাঠশালা অথবা জ্ঞান সঙ্গীত যা তোমরা শুনছ। জ্ঞানের সাগর বাবা এসে তোমাদের জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী করে তোলেন। মাম্মাকে বলা হয় জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী। মানবিকতা আলোকিত হতে শুরু করে। প্রথমে প্রজাপিতা ব্রহ্মা তারপর জগৎ-অম্বা। সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণ রচনা করেন তারপর দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই ধারাবাহিকতা

চলে। জগত-অম্বার পদ অতি উচ্চ। কিন্তু তাঁকে কেউ জানেনা। অসংখ্য দেবী-দেবতাদের চিত্র তৈরি করেছে। বাস্তবে ৮-১০ ভূজাধারী কোনো মানুষ হয় না। বিষ্ণুর ৪ ভূজা দেখানো হয়েছে, কিন্তু ৪ টি পা দেখানো হয়না। এ'সবই হলো পুতুল খেলা। কলকাতায় অনেক দেবী মূর্তি তৈরি করে, এতে যথেষ্ট খরচ হয়। তারপর খাইয়ে-দাইয়ে ডুবিয়ে দেওয়া হয়,এ'সবই হলো ভক্তি মার্গ। তোমরা জানো আমরাই দেবী-দেবতা ছিলাম তারপর অসুর হয়ে গেছি এরপর বাবা এসে পুনরায় দেবী-দেবতা করে তোলেন। এখন দুনিয়া ভ্রষ্টাচারে ভরে গেছে, গভর্নমেন্টও বলে থাকে, কিন্তু সোজাসুজি জিজ্ঞাসা কর তোমরা পতিত হয়ে গেছ ? কিছুতেই মানবে না। তোমরা পতিত-পাবনকে আহ্বানও কর। বলাও হয়ে থাকে যেমন রাজা-রাণী তেমনই প্রজা। সন্ন্যাসীরা পবিত্র হয়, এটাও ড্রামায় নির্ধারিত। ভারতের মতো পবিত্র খন্ড কোথাও হয়না সেইজন্যই একে বলা হয় সত্যখন্ড, তারপর এটাই মিথ্যা খন্ডে পরিণত হয়। ভারতকে পবিত্র করে তোলার জন্য বাবা ভারতেই আসেন। ভারতেই শিবের অবতরণ হয়। কত বড় সোমনাথের মন্দির নির্মাণ করেছে। ভারতবাসীরাই তৈরি করেছিল বাবা যাদের এতো বিত্তবান করেছেন। বাবা এখানে পতিত দুনিয়াতে পতিত শরীরে আসেন সবাইকে পবিত্র করে তুলতে। কিন্তু কিছু বাচ্চারা চিনতেই পারে না সাধারণ হওয়ার কারণে। ভক্তি মার্গে তোমাদের কাছে অনেক অর্থ থাকে যা দিয়ে তোমরা হীরে জহরতের মন্দির তৈরি কর। সত্যযুগে তোমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ থাকে। অর্থের কোনো হিসেব থাকে না, প্রচুর ধন-সম্পদ থাকে। সুতরাং বাবা যাদের এতো বিত্তবান করে তোলেন তারাই কত বড় স্মৃতি স্মারক গড়ে তোলে। যারা প্রথমে লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিল, তারাই ৮৪ জন্ম ভোগ করে এবং তারাই প্রথম নিচে নামে এবং ভক্ত হয়। সুতরাং তাদের কর্তব্য হল যিনি তাদের এমন বানিয়েছিলেন, তাঁর উপাসনা করা। সোমনাথ মন্দির কি চমৎকার ছিল - যে লুট করেছে সে তো মরে গেছে। অবশিষ্ট চিহ্ন রয়ে গেছে। তোমরা এখন জেনেছ আমরা যারা পূজ্য হয়ে উঠছি, এরপর আবার পূজারি হব এবং মন্দির নির্মাণ করতে শুরু করব। শুধু একটাই মন্দির তো হবে না। রাজারা নিজের মহলেও মন্দির তৈরি করে থাকে, ঠিক যেমন ঘরে গুরুদুয়ার তৈরি করে। প্রথম যে গুরুদুয়ার তৈরি করবে সেটাই আবারও ভক্তি মার্গে শুরু হয়ে যাবে। প্রথমে অব্যভিচারী ভক্তি করে তারপর ব্যভিচারী ভক্তি শুরু হয়ে যায়। এখন তো মানুষ নিজের পূজাও করিয়ে থাকে, যাকে বলে ভূত পূজা। দুনিয়াতে প্রচুর ভূত পূজা হয়ে থাকে আর চিত্র বানাতে শুরু করে। ভক্তি মার্গ না ! এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। বাবা সঙ্গমে এসে একবারই জ্ঞান প্রদান করেন। শাস্ত্রে অনেক অবতারের কথা লেখা হয়েছে। অবতার একজনই হন। অবতরণ তো আত্মারাও করে থাকে কিন্তু মানুষকে অবতার বলা যায় না। অবতার একজনই নিরাকার বাবা যাঁকে সম্পূর্ণ দুনিয়া স্মরণ করে। ফাদার তো একজনই হবেন তাইনা, যিনি পরমধাম নিবাসী। সেইসঙ্গে মাদারকেও প্রয়োজন। মাদারও কি পরমধামে থাকেন ? না। মাদার ফাদারের প্রশ্ন এখানেই হয়ে থাকে। ফাদারকে এখানে ক্রিয়েট করতে হবে, সেইজন্যই অসীমের পিতাকে স্মরণ করে। আহ্বান করে বলে বাবা এসে স্বর্গ রচনা কর, যাঁকে হেভনলি গড ফাদার বলা হয়। এখন কত দুঃখ, লড়াই, মহামারী সেইজন্যই ডেকে বলে গডফাদার দয়া কর। হে পতিত-পাবন এসো। আমরা সবাই দুঃখী পতিত হয়ে গেছি। বাবা আবার এসে স্বর্গ, শ্রেষ্ঠাচারী করে তোলো। তোমরা সবাই ভ্রষ্টাচারী ছিলে, এখন শ্রেষ্ঠাচারী হচ্ছো। ভ্রষ্টাচারীদের শ্রেষ্ঠাচারী বানানো - এক বাবারই কর্তব্য। ওয়ার্ল্ড গডফাদার জানেন যে সব বাচ্চারা এই সময় অনাথ হয়ে গেছে। তাদের সনাথ, শ্রেষ্ঠাচারী করে তুলতে হবে। ১০-২০ জন মানুষকে তো আর শ্রেষ্ঠাচারী করে তুলবেন না। ভারত যখন শ্রেষ্ঠাচারী ছিল তখন ডিটি গভর্নমেন্ট ছিল। এখন রাবণ রাজ্য সুতরাং ৫ বিকারের প্রবেশ ঘটেছে। ভগবানুবাচ, একমাত্র নিরাকারকেই ভগবান বলা হয়। গীতাকে খন্ডন করলে সব শাস্ত্রই খন্ডিত হয়ে যায়। বাবা বলেন আমি যখন তোমাদের রাজযোগ শিখিয়েছিলাম ভারত স্বর্গে পরিণত হয়েছিল। আমিই গীতা শুনিয়েছিলাম। কৃষ্ণকে সম্পূর্ণ দুনিয়ার ভগবান বলা যায় না। আমরা আত্মাদের পিতা নিরাকার ভগবান। এরা কিভাবে বলে যে - গীতার ভগবান শ্রী কৃষ্ণ। বলে যে ব্যাসদেব লিখেছিল কিন্তু বাবা বলছেন নতুন বিশ্বের রচয়িতা জ্ঞানের সাগর, পতিত-পাবন আমি। আমাকেই সব আত্মারা ডেকে বলে হে পতিত-পাবন পরমাত্মা এসো,এসে আমাদের পবিত্র করে তোলো। নিরাকার বাবাই ব্রহ্মা দ্বারা পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনা, পতিত দুনিয়ার বিনাশ করিয়ে থাকেন। তারপর যারা পবিত্র হয়,তারাই রাজত্ব পেয়ে থাকে। তোমরা হলে শিব শক্তি সেনা,জগত অম্বা নিমিত্ত হয়েছেন। তিনিও শিববাবার সাথে যোগযুক্ত হয়ে শক্তি গ্রহণ করছেন, রাবণের উপর বিজয় প্রাপ্ত করার জন্য। ভারতেই রাবণ রাজ্য, আর ভারতেই রাবণকে জ্বালানো হয়। ভারত শ্রেষ্ঠাচারী ছিল, এখন কলিযুগে ভ্রষ্টাচারী হয়ে গেছে। এটাই খেলা। ভ্রষ্টাচারী থেকে শ্রেষ্ঠাচারী আর শ্রেষ্ঠাচারী থেকে ভ্রষ্টাচারী। এই চক্র কিভাবে ঘুরছে এটাই বোঝার বিষয়।

তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা সবকিছু করেও ভারতকে স্বর্গ করে তুলছি বাবার শ্রীমত অনুসারে। তোমরা হলে রুহানী উত্তরাধিকারী, যোগবলের অধিকারী। সর্বশক্তিমান বাবার মতে চলে নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছ। বাবা শ্রীমত দেন যে তোমরা যোগবলের দ্বারা বিজয় প্রাপ্ত করতে পারো। যোগযুক্ত হয়ে থাকা - এটাও উপার্জন করা। বাকি সবাই চলছে মনুষ্য মতে আর তোমরা চল সর্বশক্তিমান বাবার মতে। বিশ্বকে জয় করতে আর কেউ পারবে না। ড্রামায় ওদের

ভূমিকাই নেই ওয়ার্ল্ডে রাজত্ব করার। কত গুরুত্বপূর্ণ অথচ কত সাধারণ কথা। যদিও প্রদর্শনী থেকে তারা তেমন কিছু বুঝতে না পারে তবুও কিছু প্রজা বেরিয়ে আসতে থাকে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকেজানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) প্রতিটি কর্ম শ্রীমৎ অনুসারে করতে হবে। স্মরণে থেকে যজ্ঞ সেবা করে নিজের উপার্জন জমা করতে হবে।

২) এদিক-ওদিক বিভ্রান্ত হয়ে ছোটা ছেড়ে ভবিষ্যতের নতুন দুনিয়ার জন্য পড়াশোনা করতে হবে। জ্ঞানকে ধারণ করে জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বর, জ্ঞান-জ্ঞানেশ্বরী হতে হবে।

বরদানঃ- অমৃতবেলায় নিজের ললাটে বিজয় তিলক লাগানো স্বরাজ্য অধিকারী তথা বিশ্ব অধিকারী ভব

প্রতিদিন নিজের ললাটে (কপালে) বিজয় তিলক অর্থাৎ স্মৃতির তিলক লাগাও। ভক্তির চিহ্ন হল তিলক আবার সৌভাগ্যের (সধবা) চিহ্নও তিলক, রাজ্য প্রাপ্ত করার চিহ্ন রাজতিলক। কখনও কেউ শুভ কাজে সফলতা প্রাপ্ত করার জন্য গেলে, যাওয়ার আগে তিলক দেওয়া হয়। তোমরা সবাই বাবার সাথে বিবাহিত, সেইজন্যই তোমাদের হল অবিনাশী তিলক। এখন স্বরাজ্যের তিলকধারী হলেই ভবিষ্যতে বিশ্ব রাজ্যের তিলক প্রাপ্ত করবে।

স্লোগানঃ- জ্ঞান, গুণ, আর শক্তির দান করাই হলো মহাদান

অমূল্য জ্ঞান রত্ন (দাদীদের পুরানো ডায়রি থেকে)

যখন কোনো দৈবী বৎস মনে করে যে আমি তন-মন-ধন সহ যজ্ঞে স্বাহা অর্থাত্ সমর্পিত হয়ে গেছি সেই সময় সমর্পিত বৎসের কোনো কিছুর প্রতিই আর মোহ থাকে না। সবকিছুই যজ্ঞ সেবায় চলে আসে। এর মধ্যেও তন আর মন তো কাছেই থাকে, কিন্তু সম্পদ কিছুটা আলাদা । সুতরাং তন আর মনকে যজ্ঞ সেবার কাজে লাগানোই হল শুদ্ধ সেবা। যদি বলে থাকে তন মন ধন সবই যজ্ঞের জন্য অর্থাত্ ঈশ্বরের জন্য, তবে তো নিজের জন্য কোনো কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না আর মনও মায়ার অশুদ্ধ চিন্তার দিকে ধাবিত হতে পারে না। কারণ ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করেছে আর ঈশ্বর হলেন পবিত্র, শান্ত। সুতরাং মন রূপী ঘোড়াকে কোনো অশুদ্ধ সঙ্কল্পের দিকে দৌড় না করিয়ে নিজের বশে রাখে। যদি মায়ার হাতে রাখে তবে মায়া বিভিন্ন উপায়ে খোঁচা দেবে। তারপর অনেক রকমের বিকল্প এসে মনকে আক্রমণ করবে। সুতরাং তাদের চেক করা উচিত এখনও কি কোনো কিছুর প্রতি আমার আকর্ষণ আছে ? কেননা সবকিছুই যদি যজ্ঞে সমর্পণ করা হয় তবে তো পবিত্র হয়েই গেল। তারপর আর যজ্ঞ সেবা ছাড়া অন্য কোনো দিকেই মন কাজ করতে পারবে না। সেইজন্যই অতি গুপ্ত আর গভীর রহস্যকে বুঝে নিজের প্রতি অ্যাটেনশন রেখে চলতে হবে। আচ্ছা - ওম্ শান্তি।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;